ফৌজদারী বিচার পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা

নং মপবি/ফৌবিপমু/৩২/২০০৪/৭৮ তারিখঃ ৯ অক্টোবর ২০০৪

বিষয় ঃ **নিজ নামে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা না পাওয়া কর্মকর্তাগণকে- জেলা প্রশাসক নির্বাচনের সাক্ষাতকারে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে নিজ নামে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখের পত্র নং সম(মাঃপঃ-৩)-(ডিসি) নিয়োগ বাছাই-৩/২০০৪(অংশ)-৪৬০)

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রের পত্রের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) "যারা ব্যক্তিগত নামে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি তাদেরকেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকারে ডাকা যেতে পারে।"

(২) "যে সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক স্ব নামে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাননি অথচ উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সে সকল কর্মকর্তাকে তাদের নামে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।"

উপরিল্লিখিত মতামত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

এ টি এম মামুনূর রশীদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা

নং মপবি/ফৌবিপমু/২৮(১)/২০০৫-৪৯, তারিখ, ৪ শ্রাবণ ১৪১২/১৯ জুলাই ২০০৫

বিষয় ঃ **নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং মপবি/ফৌবিপমু/২৮/২০০৪-৪২, তারিখ, ২৯ জুন, ২০০৫।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় অনেক জেলা আশাব্যঞ্জক সফলতা অর্জন করেছে। তবে কোন কোন জেলা এখনও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হতে বিরত আছে কিংবা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করলেও তাতে কোন মামলাই করা হয় না। যেমন বান্দরবান, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শেরপুর, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নাটোর, পঞ্চগড়, রংপুর, হবিগঞ্জ জেলা উল্লেখযোগ্য।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম নিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা যথেষ্ট গুপুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে Micro level এ সুশাসন (Good Governance) বাস্তবায়ন সম্ভব।

এখন থেকে প্রত্যেক জেলায় প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ২টি মোবাইল কোর্ট উপযুক্তভাবে পরিচালনা করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। উল্লেখ্য, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্যসম্পাদন (Performance) মূল্যায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বিবেচনা করা হবে।

শারফউদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব।
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৪৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা

নং মপবি/ফৌবিপমূ/১৪/২০০৩-৫৮৭, তারিখ, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১০/৮ ডিসেম্বর, ২০০৩

বিষয় ঃ **জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের ফৌজদারি মামলার বিচারিক দায়িত্ব পালন।**

সরকার জেলা প্রশাসক নিয়োগকালে ফৌজদারি কার্যবিধি (The Code of Criminal Procedure, 1898)-এর ১০ ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসককে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন। শুধু আইন-শৃংখলা/জনশান্তি (Public Peace) রক্ষা এবং ৩য় ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারি মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/কার্যবিধি ৫২৮ ধারার বিষয় নিষ্পত্তির মধ্যেই জেলা ম্রঅজিস্ট্রেটের দায়িত্ব/ক্ষমতা প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়। ফৌজদারি মামলার বিচার নিষ্পত্তির বিষয়টিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের সক্রিয় ভূমিকা পালন সরকারের কাম্য।

যে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারি মামলার বিচারিক দায়িত্ব পালনে বিরত আছেন তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে সম্ভবমত ফৌজদারি মামলার বিচারিক দায়িত্ব নিয়মিতভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

শারফউদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব।
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৪৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/ফৌবিপমূ/১৪/২০০২-২৭৬, তারিখ, ১১ কার্তিক ১৪০৯/২৬ অক্টোবর ২০০২

বিষয় ঃ **অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা প্রদান এবং সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নিয়োগ দেয়া প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মপবি/মাপ্রসকি/১/৯৩-২০০২(অংশ-১)-১২৬(১১) তারিখ, ৭ অক্টোবর ২০০২।**

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯-৯-২০০২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনারদের মাসিক সভায় জানা যায় যে, মেট্রোপলিটন এলাকাসহ সমগ্র দেশে ৪.০৮.৮০৯ টি ফৌজদারী মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পন্ন থাকার কারণ হিসাবে বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান যে, একদিকে যেমন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের তীব্র স্বল্পতা রয়েছে। বিভিন্ন জেলার অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পতির লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় কর্মরত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণসহ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১৯৮৪ সনে মহকুমাসমূহকে জেলায় উন্নীত করা হলে ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণসহ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

বর্ণিত অবস্থায় নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ঃ

(ক) ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পতির লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণসহ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ সচিবালয়সহ অন্যান্য অফিসে কর্মরত সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমপর্যায়ের যে সব জুনিয়র কর্মকর্তাগণ অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পদায়ন করতে হবে।

হুসনে জান্নাত সাহিদা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৬২৩৩১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/ফৌবিপমু/১(৪)/৯৮-২০০২-২৮৩, তারিখ, ৫ নভেম্বর ২০০২/২১ কার্তিক ১৪০৯

বিষয় ঃ **ফৌজদারী মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রসবিকা/১(৬)/৯৩-২০০২/(অংশ-১)-১৩৮, তারিখ, ২রা নভেম্বর ২০০২০২।**

বিগত ২৮-১০-২০০২ ইং তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনারদের মাসিক সভায় সমগ্র দেশে বিভিন্ন জেলায় চার লক্ষাধিক অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(ক) জেলার অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁদের নিজ নিজ জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা) কে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রদান করবেন এবং বিচার নিষ্পত্তির জন্য তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য্য মামলা ছাড়াও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য্য সুদীর্ঘকাল অপেক্ষমান মামলাসমূহ বন্টন করবেন।

(খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর কোর্টে পর্যাপ্ত সংখ্যক রাজস্ব বিষয়ক মামলা না থাকলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদেরকেও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচারিক দায়িত্ব প্রদান করবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

হুসনে জান্নাত সাহিদা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা

নং মপবি/ফৌবিপমু/১(৪)/৯৮-২০০২/২৯৫, তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪০৯/২৭ নভেম্বর ২০০২

বিষয় ঃ **অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌবিপমু/১(৪)/৯৮-২০০২-২৮৩, তারিখ, ৫ নভেম্বর ২০০২।**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সূত্রোক্ত স্মারকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচারিক দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে সমগ্র দেশে বিপুল সংখ্যক সুদীর্ঘকাল অপেক্ষমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কোন কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন যে, তাঁর এখতিয়ারাধীন জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে পদায়নের সময়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি বিধায় তাদেরকে বিচারিক দায়িত্ব প্রদান করা যাচ্ছে না। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭-১০-৮৪ তারিখের ME/JAIII/VEST/-2/84-377 নং প্রজ্ঞাপনে (অনুলিপি সংযুক্ত) ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচারিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

২। এ প্রজ্ঞাপনের অনুলিপিসহ তাঁকে তাঁর আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসককে ইহা অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্ত ঃ ১ (এক) ফর্দ।

হুসনে জান্নাত সাহিদা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬২৩৩১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিজে-২ শাখা

নং মপবি/সিজে-২/২(২৮)/থানা/২০০০-১৯(৭০)/৬, তারিখ, ২ জুন ২০০০ ইং

বিষয় ঃ **'পিআরবি' ১৯ প্রবিধান অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে থানা পরিদর্শন প্রসংগে।**

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা পরিদর্শন ফৌজদারী প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের থানা পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তাঁরা পি,আর, বি-১৯ প্রবিধান অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে থানা পরিদর্শন করেন না। ম্যাজিস্ট্রেটগণের থানা পরিদর্শন প্রতিবেদনে সাধারণ ডায়েরী, আগ্নেয়াস্ত্র রেজিষ্টার, ওয়ারেন্ট রেজিষ্টার, সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের রেজিষ্টার, গ্রেফতারী পরোয়ানা রেজিষ্টার, ক্রাইম ম্যাপ ও চার্ট, চৌকিদার-দফাদার রেজিষ্টার, ফৌঃকাঃবিঃ ৫৪ ধারার রেজিষ্টার পরীক্ষা করা এবং পাঁচ বৎসরের তুলনামূলক অপরাধ বিবরণী তুলে ধরা হয়। কিন্তু প্রায় পরিদর্শন প্রতিবেদনে পি,আর,বি-১৯ প্রবিধানের II/, I/I এবং I/II উপ বিধান অনুযায়ী তথ্য বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত হয় না।

এমতাবস্থায়, পিআরবি ১৯ প্রবিধানের সকল উপবিধান মোতাবেক বিস্তারিতভাবে থানা পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

জসিম উদ্দিন মাহমুদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/সিজে-৩-ফৌঃ বিঃ/৩৬/৯০,৬১(৫০০) তারিখ, ১লা মার্চ ১৯৯৩ইং

বিষয় ঃ **ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্য সম্পাদন মূল্যায়নের প্রমাপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার কার্য সম্পাদনে প্রমাপ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সতর্কতার সহিত পুনঃ পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এ যাবত প্রতিজন ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম দৈনিক ৮(আট) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান ছিল। প্রণিধানযোগ্য যে, শুধুমাত্র গৃহীত সাক্ষীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট এর কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সমীচীন এবং সঠিক নহে। এই ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা এবং আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যাও বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উপরোক্ত পর্যালোচনায় বিভাগীয় কমিশনারদের মতামত ও গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে বিষয়টির সামগ্রিক পর্যালোচনাপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩। **সাক্ষ্য গ্রহণের প্রমাপ ঃ**

মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য গ্রহণের ন্যূনতম সংখ্যা
২০০ এর উপরে	দৈনিক ৮ (আট) জন
১৫০ হইতে ১৯৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৬(ছয়) জন
১০০ হইতে ১৪৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৪(চার) জন
৫০ হইতে ৯৯ পর্যন্ত	দৈনিক ৩ (তিন) জন
১ হইতে ৪৯ পর্যন্ত	দৈনিক ২ (দুই) জন

৪। **মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রমাপ**

মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে পয়েন্ট অর্জনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্মসম্পাদনের মূল্যায়ন করা হইবে যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

নিষ্পত্তির ধরণ ঃ		**অর্জিত পয়েন্ট**
(ক) বিচার ফাইলে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পয়েন্ট—		
(১) ফৌজদারী কার্যবিধি ও অন্যান্য আইনের আওতায় পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে প্রতি মামলা নিষ্পত্তির জন্য	ঃ	১ পয়েন্ট
(২) আসামী ডিসচার্জ, অব্যাহতি, মামলা প্রত্যাহার ও মীমাংসার মাধ্যমে প্রতি মামলা নিষ্পত্তির জন্য	ঃ	১ পয়েন্ট
(৩) দন্ডবিধির আওতায় প্রতি মামলা পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য	ঃ	৩ পয়েন্ট
(খ) জেনারেল ফাইলে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পয়েন্ট—		
(১) ১০০ (একশত)টি মামলার জন্য		১ পয়েন্ট
(২) ১০১ হইতে ১৫০টি মামলার জন্য অতিরিক্ত		১ পয়েন্ট
(৩) ১৫১ হইতে ২০০টি মামলার জন্য অতিরিক্ত		১ পয়েন্ট
(৪) ২০০ এর অধিক মামলার জন্য অতিরিক্ত		১ পয়েন্ট

৫। একজন সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেটকে উপরোক্তভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মাসে ন্যূনতম ২৫(পঁচিশ) পয়েন্ট এবং খন্ডকালীন একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ৭(সাত) পয়েন্ট অর্জন করিতে হইবে।

৬। উপরোল্লিখিত প্রমাপ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য সম্পাদন সন্তোষজনক মানে উন্নীত করণের লক্ষ্যে নির্ধারিত সংখ্যক স্বাক্ষ্য গ্রহণ ও মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে পয়েন্ট অর্জন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ মাসিক জুডিসিয়াল প্রতিবেদনে প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট এর নামের বিপরীতে প্রমাপ অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের সংখ্যা, মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যাও উল্লেখ করিবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের লেখচিত্রে প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্য সম্পাদনের মান উল্লেখ করিতে হইবে।

৭। এতদ্বারা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮-১০-৯২ইং তারিখের স্মারক নং-মপবি/সিজে-৩-ফৌঃ বিঃ/৩৬/৯০-১৭৭ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মাহফুজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন শৃংখলা প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২(অংশ-১)/৫৯, তারিখ ঃ ১৯ জুলাই ২০০৫ইং।

বিষয়ঃ **চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং একইসাথে সংযুক্ত ছকে তথ্যাদি প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২(অংশ-১)/৫১, তাং ঃ ১৪-৫-২০০৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণীর সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছক পুরণপূর্বক তথ্যাদি প্রেরণ করা হয় না।

২। এমতাবস্থায়, জেলা মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম অত্র বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনার সুবিধার্থে উক্ত কমিটির পাক্ষিক সভার কার্যবিবরণী এবং সংযুক্ত ছকটি যথাযথ পূরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ছক

ফাতেমা রহিম ভীনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৭৩৩১৪।

চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণ সভার তথ্যাদি

১। (ক) জেলার নাম ঃ

(খ) অনুষ্ঠিত সভার তারিখ ঃ ১ম পক্ষ.....ইং ২য় পক্ষ.....ইং

২। (ক) অনুপস্থিত সদস্যদের তথ্য ঃ

১ম পক্ষ		২য় পক্ষ	
নাম ও পদবী	অনুপস্থিতির কারণ	নাম ও পদবী	অনুপস্থিতির কারণ

৩। মোট চিহ্নিত চাঞ্চল্যকর মামলার সংখ্যা
(মামলা নম্বর, ধারা এবং আসামীদের সংখ্যা উল্লেখসহ) ঃ

৪। চিহ্নিত চাঞ্চল্যকর মামলার বর্তমান অবস্থা ঃ

এই পক্ষে তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা	এই পক্ষে চার্জশীটভুক্ত মামলার সংখ্যা	এই পক্ষে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা

৫। চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ ঃ

৬। সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা ঃ

স্বাক্ষর—

জেলা প্রশাসক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-৪৬, তারিখ, ১ আগস্ট ২০০২/১৭ শ্রাবণ ১৪০৯

বিষয়ঃ **চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ (১) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রলালয়ের অফিস আদেশ নম্বর-স্বঃমঃ (আইন-১)/মনিটরিং-১/২০০২/১৫১৮, তারিখ-১০-৬-২০০২ খ্রিঃ।**

(২) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ নম্বর-স্বঃমঃ(আইন-১)/মনিটরিং- ১/২০০২-১৭৪১, তারিখ ০২-০৭-২০০২খ্রিঃ।**

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেলায় চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হলেও সিআইডি কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরমে তথ্যাদি সংগৃহীত না হওয়ায়, আলাদা দিনে আলাদাভাবে সভা অনুষ্ঠান না করায় মামলাসমূহ পুঙ্খনুপঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং কেসের তদন্ত, অভিযোগ পত্র দাখিল কিংবা পরিচালনার ক্ষেত্রে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলেও তা প্রতিকারের জন্য কোন বাস্তব/কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। এমতাবস্থায়, চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে জেলা মনিটরিং কমিটি মাসে অন্ততঃ দু বার আলাদাভাবে আলাদা দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সভায় মিলিত হয়ে সিআইডি কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরমে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে মামলাগুলো সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে মামলা নিষ্পত্তির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং এক্ষেত্রে কোন পুলিশ বা অন্যকোন কর্মকর্তার পিপির গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো

৩। এ বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে নিয়মিত অবহিত রাখার জন্য ও তাঁকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সরকার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সিআইডি কর্তৃক প্রণীত ফরমের এককপি এতদসংগে সংযোজিত হলো।

মোঃ হজরত আলী

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

জি আর নং

মামলার পরিচিতিঃ— প্রস্তুতির তারিখঃ - - ২০০২ইং।

(ক) ঘটনার তারিখ ও স্থান (গ্রাম, থানা, জেলা)ঃ
(খ) থানা, মামলা নং, তামিখ, ধারাসমূহ ঃ
(গ) ভিকটিমের পরিচিতি ও মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
(ঘ) বাদীর নাম ঠিকানা, ভিকটিমের সাথে সম্পর্ক ঃ
(ঙ) তদন্তকারী অফিসার (গণ) এর নামঃ
(চ) সর্বশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তার বর্তমান ঠিকানাঃ

২। এজাহারনামীয় আসামীদের নাম ও ঠিকানাঃ

৩। (ক) গ্রেফতারকৃত আসামীদের নাম
(i) এজাহার নামীয়ঃ
(ii) সন্দিগ্ধ
(খ) জামিনপ্রাপ্ত আসামীদের নামঃ

৪। মামলার বর্তমান পর্যায় (তদন্তধীন/বিচারের জন্য প্রক্রিয়াধীন/বিচারাধীন)ঃ
(ক) তদন্ত কালে গৃহীত সাক্ষীর সংখ্যা
(i) কাঃবি ১৬১ ধারায়ঃ
(ii) কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায়ঃ ---জন (সাক্ষী/আসামী)
(খ) তদন্তাধীন/বিচারের জন্য প্রক্রিয়াধীন হলে চার্জশীট দাখিলের তারিখঃ
(গ) চার্জশীটভুক্ত আসামীর সংখ্যাঃ
(ঘ) এদের মধ্যে এজাহারনামীয় আসামীর সংখ্যাঃ
(ঙ) পলাতক আসামীর সংখ্যাঃ

৫। বিচারাধীন মামলার সর্বশেষ অবস্থা (নিস্পত্তি হয়ে থাকলে ফলাফলসহ)ঃ
(ক) বিচারের কোর্টঃ
(খ) মোট সাক্ষীর সংখ্যাঃ
(গ) গৃহীত সাক্ষীর সংখ্যাঃ
(ঘ) বিচারে তারিখ কতবার পড়িয়াছেঃ
(ঙ) সরকারী পক্ষের কৌশুলীর নামঃ
(চ) কোর্টের সাথে সংযোগকারী পুলিশ কর্মকর্তাঃ
এডিসি/এসি প্রসিকিউশন/সিআই/সিএসআইঃ
(ছ) অসামী পক্ষের কৌশুলী (গণ) এর নামঃ
৬। মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্বের কারণসমূহ ঃ
৭। মন্তব্য ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(৭)/২০০২-৭৭, তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর২০০২/১৪ আশ্বিন ১৪০৯

বিষয়ঃ **আইন শৃংখলা ও অপরাধ পরিস্থিতি অনুযায়ী উপজেলা শ্রেণী বিন্যাসকরণ।**

দেশের বিভিন্ন জেলার অপরাধ চিত্র এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি একই রকম নয়, এমনকি একই জেলার বিভন্ন উপজেলার আইন শৃংখলা ও অপরাধ পরিস্থিতি বিভিন্নরূপ। অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে অপরাধ প্রবণতা ও সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ও প্রকৃতিভেদে জেলাধীন উপজেলাসমূহের শ্রেণী বিন্যাস করণ ও তদনুযায়ী নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

উপজেলায় সংঘটিত অপরাধের ধরণ, সংখ্যা ও বিরাজমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার জেলাধীন উপজেলা সমূহকে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দিক থেকে (ক) অতিসন্তোষজনক (খ) সন্তোষজনক/স্বাভাবিক (গ) অসন্তোষজনক ও (ঘ) চরম অসন্তোষজনক এ ৪ (চার) শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে একটা তালিকা প্রণয়ন করতঃ তার এক কপি ১০ অক্টোবর ০২ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ হজরত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-৯৮, তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০০৩

বিষয় ঃ **দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের জন্য গঠিত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে মেট্রোপলিটন পিপি, ঢাকা-কে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআপশ/৫/২০০২-২৬, তারিখ, ২৭-৩-২০০৩ খ্রিঃ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৭-৮-২০০৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত চাঞ্চল্যকর ও গুরুতর মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির জন্য গঠিত মনিটরিং সেল এর ৩০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে মেট্রোপলিটন পিপি, ঢাকাকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠিত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাউসুম-ই-নাজমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-৭৫, তারিখ, ৯ আগস্ট ২০০৩

বিষয় ঃ **দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের জন্য গঠিত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে বিভাগীয় সদর জেলার জেলা প্রশাসককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-২৬, তারিখ, ২৭-৩-২০০৩ খ্রিঃ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের উল্লেখমতে বিভাগীয় সদরের জেলা প্রশাসককে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনান্তে বিভাগীয় সদর জেলার জেলা প্রশাসককে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের জন্য গঠিত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাউসুম-ই-নাজমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-৪৬, তারিখ, ২৮ মে ২০০৩/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

বিষয় ঃ **দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটিতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল পিপি-কে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআশ/৫/২০০২-২৬, তারিখ, ২৭-৩-২০০৩ খ্রিঃ।**

বিষয়োল্লিখিত কমিটিতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্পেশার পিপিগণের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সূত্রোল্লিখিত স্মারকে গঠিত কমিটির ৬নং ক্রমিকে বিভাগীয় সদর জেলার পিপি ও সংশ্লিষ্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপিকে নির্দেশক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাউসুম-ই-নাজমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/৫/২০০২-২৬, তারিখ, ২৭ মার্চ ২০০৩/১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

বিভাগীয় পর্যায়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজির ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় মনিটরিং কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো ঃ—

২। **কমিটি**

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	..	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত বিভাগয়ি কমিশনার	..	সদস্য-সচিব
(৩)	রেঞ্জ ডিআইজি	..	সদস্য
(৪)	বিভাগয়ি সদর জেলার পুলিশ সুপার/মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার	..	সদস্য
(৫)	বিভাগীয় বিশেষ পুলিশ সুপার সিআইডি	..	সদস্য
(৬)	বিভাগীয় সদর জেলার পিপি	..	সদস্য
(৭)	বিভাগীয় এএসপি, সিআইডি	..	সদস্য
(৮)	বিভাগীয় সদরে অবস্থিত প্রেসক্লাবের সভাপতি	..	সদস্য

৩। **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(ক) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা নিশ্চিতকরণ।

(খ) প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

বিভাগীয় পর্যায়ে এ কমিটি অন্ততপক্ষে ১৫ দিন পর পর মিলিত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে কার্যবিবরণীর কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবেন।

মোঃ শামীম আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।
নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১১(২)/২০০২-৪৮, তারিখ, ২৭ অক্টোবর ২০০৪

বিষয় ঃ **জাতীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকারী দপ্তরগুলোতে ক্লাসিফাইড বার্তা/তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিরাপত্তা শ্রেণীবিভাগ চিহ্নিতকরণ এবং ক্লাসিফাইড বার্তা/তথ্যাদি যাতে সাইফার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে সরকারের একটি দপ্তর/শাখা হতে অন্য দপ্তরে/শাখায় প্রেরণ করা না হয় তা নিচিশ্চতকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **নং ডিওসি/৪১০১/২০০২/২৩৯, তারিখ ১৭-১০-২০০৪ইং।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রে বর্ণিত পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ অনুরসরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে ঃ

(ক) জাতীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত "সরকারী দপ্তরগুলিতে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা ১৯৭৬ ইং" পুস্তিকার অনুচ্ছেদ ৯৭-এর নির্দশানুযায়ী সাইফার বার্তাসমূহে সুস্পষ্টভাবে নিরাপত্তা শ্রেণীবিভাগ চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোন ক্লাসিফাইড বার্তা সাইফার ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে পাঠানো না হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন সকল বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক এর দপ্তরসমূহে 'সাইফার পদ্ধতি" বিদ্রমান থাকা সত্ত্বেও যাতে ক্লাসিফাইড বার্তা/তথ্যকে "ডাউন গ্রেড" করে স্পষ্ট ভাষায় সরকারের একটি দপ্তর/শাখা হতে অন্য দপ্তরে/শাখায় প্রেরণ করে ক্লাসিফাইড বার্তা/তথ্যের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কেবল পদমর্যাদার ভিত্তিতে কারও ক্লাসিফাইড বিষয়বস্তু জানার অধিকার নেই। একমাত্র "প্রয়োজন অনুযায়ী জানার" ভিত্তিতেই তা জানা যাবে। কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেই যাতে ক্লাসিফাইড বিষয়বস্তু বিনা প্রয়োজনে দেখতে না পারেন বা দেখার অধিকার না পান সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ফাতেমা রহিম ভীনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৩১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।
নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১১(০২)/২০০২-১৭, তারিখ, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৩
অফিস আদেশ

ক্লাসিফাইড খবরাখবর ও গোপনীয় বার্তা ওয়ার্লেসের মাধ্যমে না পাঠিয়ে গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে প্রেরণের নিমিত্তে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি 'সাইফাররেফারেন্স সেল' গঠন করা হয়েছে।

(১) জনাব মোঃ হজরত আলী, সিনিয়র সহকারী সচিব, ফৌজদারী মামলা নিষ্পিত্তি ও আইন-শৃংখলা শাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

(২) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, প্রশাসনিক কর্তকর্তা, ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

(৩) জনাব এস, এম, সুলতান নূরী, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃংখলা শাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ হজরত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১০)/২০০৪-০১, তারিখ, ১১ জানুয়ারী ২০০৫

বিষয়ঃ **স্পর্শকাতর (অপরাধমূলক/রাজনৈতিক সংশ্লেষযুক্ত) ঘটনার প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ (১) অত্র বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২/৪২, তারিখ ২২-৭-২০০২।

(২) অত্র বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২/১২১, তারিখ ১২-১২-২০০২।

পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, স্পর্শকাতর অপরাধমূলক ঘটনার প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে সূত্র (১)-এ বর্ণিত স্মারকের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটে থাকে। বিশেষ করে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রেরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার কথা তা অনেক ক্ষেত্রে বেশ বিলম্বে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির উল্লেখের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ভুল/ব্যত্যয় ঘটে থাকে। কোন কোন সময় সংশ্লিষ্ট তথ্যদিরও উল্লেখ থাকে না। এ সকল ব্যত্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সূত্র (২)-এ বর্ণিত স্মারকে অবহিত করা হলেও তা এখনো আনুসরণ করা হয় না।

এমতাবস্থায়, এখন থেকে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর তথ্যাদি উল্লেখসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়, তজ্জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো। এ প্রেক্ষিতে তথ্যাদি উল্লেখের নিমিত্তে একটি ছকও সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনা মতে।

শারফউদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ৭১৬৯৭৪৫
ফ্যাক্স ঃ৭১৬৪২৫১

গুরুতর স্পর্শকাতর ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি (ছক)

ঘটনার তারিখ, সময় এবং ঘটনাস্থল	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনাস্থল পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য	গৃহীত আইনী পদক্ষেপ	মন্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি ও আইন-শৃঙ্খলা শাখা।

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২-১২১, তারিখ, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪০৯/১২ ডিসেম্বর ২০০২

বিষয়ঃ **অপরাধমূলক ঘটনার ঘটনাস্থল পরিদর্শনক্রমে প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২/৪২, তারিখ ২২-৭-২০০২।**

উপরোল্লিখিত স্মারকমূলে জেলায় কোন গুরুতর অপরাধ বা রাজনৈতিক সংশ্লেষযুক্ত স্পর্শকাতর ঘটনা সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ৪ (চার) ঘন্টার মধ্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক জেলাতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হলে বা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয় না যা অনভিপ্রেত।

২। এ বিষয়ে পুনরায় বলার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো। এ ছাড়া এখন থেকে এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হলে তা ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ঘটনা ঘটার যথাসম্ভব পর পরই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে [মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), উপ-সচিব (ফৌজদারী বিচার)]-কে অবশ্যই অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা গেল।

মোঃ হজরত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২-৪২, তারিখ, ৭ শ্রাবণ ১৪০৯/২২ জুলাই ২০০২

বিষয়ঃ **অপরাধমূলক ঘটনাস্থল পরিদর্শনক্রমে প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, কোন গুরুতর অপরাধ বা রাজনৈতিক সংশ্লেষযুক্ত স্পর্শকাতর ঘটনা সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তার ৪ (চার) ঘন্টার মধ্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (ফ্যাক্স নং ৮৬১০৬৫৬) পাঠাতে হবে।

সরকার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মোঃ হজরত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫১৪২৫।